উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ ৫
সংখ্যা ৩
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৬

ঘাসফুল বার্তা

ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় তৃণমূল পর্যায়ে

জন সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মানবাধিকার মেলা

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল এর GKNHRIB প্রকল্পের উদ্যোগে দিনব্যাপী এক মানবাধিকার মেলা গত ২৯ আগস্ট ২০০৬ পটিয়া উপজেলার ৪নং কোলাগাঁও ইউনিয়নের লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয় ও তদসংলগ্ন মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এর সহায়তায় আয়োজিত এ মেলায় মানবাধিকার কমিটি ও সুশীল সমাজের সাথে মতবিনিময় সভা, মানবাধিকার শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ,মানবাধিকার বিষয়ক প্রকাশনার স্টল, "আসুন মামলা নয়, সালিসের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ ভাবে বিরোধ নিষ্পত্তি করি" এ শ্লোগানের উপর-সিগনেচার ক্যাম্পেইন, লাইভ সালিশ, বিয়ে ও বিয়ে বিচ্ছেদ, যৌতুক, ভালবাসা পূর্ণ সংসার, নারীর চলাচল, নারীর উত্তরাধিকার, কন্যা ও পুত্র সন্তান জন্মানোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখা, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ ও সালিশ এই আটটি এডভোকেসী থিমের উপর ছাত্রছাত্রীদের আঁকা ছবির প্রদর্শনী, কবিগান মানুষের জয়গান, ভিডিও ম্যাগাজিন মধুমিলন, ক্রান্তি চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্যদিয়ে মানবাধিকার মেলা ২০০৬ এর কর্মসূচীর সূচনা হয়। উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পটিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ শফি উল হক। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ৪নং কোলাগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব নুর আলী চৌধুরী, GKNHRIB প্রকল্পের মনিটরিং অফিসার জনাব ইমতিয়াজ হোসেন নাফিজ, নারীনেত্রী ও মানবাধিকার কর্মী জনাব মোমেনা আকতার নয়ন , লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মানিক কিশোর মালাকার এবং ঘাসফুল এর নির্বাহী পরিচালক জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন নাগরিক অধিকার কমিটি সদস্য,নারী সহায়তা গ্রুপ সদস্য,বাড়ি ভিত্তিক নেতা, কমিটি সমূহের উপদেষ্টা মন্ডলী এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি বৃন্দ। স্বাগত বক্তব্যে ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী বলেন,ঘাসফুল কোলাগাঁও ইউনিয়নসহ পটিয়া উপজেলায় সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ কার্যক্রমগুলোর মধ্যে মানবাধিকার ও আইনি সহায়তা কার্যক্রমটি অন্যতম। কমিউনিটির অসহায়, নিপীড়িত ও ন্যায় বিচার পাওয়া থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে মানবাধিকার বিষয়ে সচেতন ও সালিশের মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসা করা। তিনি এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে এলাকাবাসীর পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন এবং আজকের মানবাধিকার মেলায় অংশগ্রহনের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান। জনাব ইমতিয়াজ হোসেন নাফিজ বলেন,সবার উপরে মানবাধিকারের স্থান। তাই নারী, পুরুষ, শিশু সবার অধিকার সুরক্ষায় আমাদেরকে সমভাবে কাজ করতে হবে। জনাব নাফিজ তাঁর বক্তব্যে, এলাকার বিভিন্ন বিরোধ মীমাংসায় স্থানীয় প্রশাসনের পাশাপাশি ঘাসফুল ও ব্লাস্ট এর সালিশ কার্যক্রমের গুরুত্ব তুলে ধরেন। জনাব মোমেনা আকতার নয়ন বলেন,আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণত নারীরা ঘর থেকে বের হয় না ।

এপ্রধান অতিথি জনাব মোঃ শফি উল হক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পটিয়া বক্তব্য রাখছেন।

২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

জাইকা-ঘাসফুল সবুজ প্রকল্পের উদ্যোগে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ

শাক-সবজি উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

সচেতনতা বিষয়ক সভা: জাইকা বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল সবুজ প্রকল্পের উদ্যোগে ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পটিয়া ও হাটহাজারী উপজেলার ৬টি গ্রামের উপকারভোগীদের নিয়ে ১২টি সচেতনতা বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শাক-সবজি চাষাবাদের গুরুত্ব ও OVOP (One Village One Product) সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়।

শাক-সবজি উৎপাদন বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ: উপকারভোগীদের নিয়ে গত ৩১ জুলাই ২০০৬ ঘাসফুল পটিয়া সদর কার্যালয় ও

৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন

শিশু অধিকার বিষয়ক তিনদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

গত ৫-৭ আগষ্ট ২০০৬ইং তারিখ বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ) এর সহযোগিতায় ঘাসফুল কর্ণফুলী ট্রেনিং সেন্টারে সিআরসি প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। এই প্রশিক্ষণে যোগাযোগ, ইপসা, যুগান্তর, বাধন, বিএনকেএস, এসএসকেএস, মমতা, সমতা, বনফুল, আইএসডিই, ওভেষ, লীড, প্রত্যয়, বাস্তব, গ্রীন বাংলাদেশ, ঘাসফুল এর প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছে। দলীয় আলোচনা, গ্রুপ ওয়ার্ক, রোল প্লে, বিতর্ক, খেলা, দলীয় কাজ এসব পদ্ধতির মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ চলে। ট্রেইনার ছিলেন ফারহানা ফেরদৌস, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম এবং লিপ্তা রাক্ষিত, বিটা। এই প্রশিক্ষণের বিষয়গুলি হলো-আমার ক্ষুদে চোখে গোয়েন্দাগিরি, আহা!, একদা কোন এক সময়, খেলাঘর মঞ্চ, আমার অধিকার, খেলাঘর উপস্থাপনা, আমার অধিকার তোমার অধিকারের চেয়ে বড়, আমার বিশেষ শিশু, মিল মিল খেলা,আমরা কি সেখানে পৌঁছেছি? চিনতে পারো, আমি যা দেখি তুমি কি তা দেখ এই বিষয়গুলির উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। অংশগ্রহণকারীদের এ্যাকশন প্লান উপস্থাপন শেষে মূল্যায়ন নেয়া হয়। এরপর প্রশিক্ষন সমাপনীতে ঘাসফুলের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যবস্থাপক আনোয়ারা বানু লিমা বলেন, আজ আমরা তিনদিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। প্রশিক্ষণ শেষে আপনারা নিশ্চয়ই প্রশিক্ষণ থেকে যা গ্রহণ করতে পেরেছেন তা স্ব স্ব সংস্থায় ফিরে গিয়ে কাজে লাগাতে পারবেন। অংশগ্রহণকারীদের পক্ষে লীড এর নির্বাহী পরিচালক মহিউদ্দীন এনায়েত বলেন, আমি প্রথমে

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীবৃন্দের মধ্যে ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক

(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

আমরা শোকাহত

ঘাসফুলের প্রাক্তন সভানেত্রী বর্তমান উপদেষ্টা কমিটির সদস্য বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব তারেক আনিসের সহধর্মিনী মিসেস শাহানা আনিস গত ১ সেপ্টেম্বর'০৬ রাত ১টায় নিজ বাস ভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাহে রাজেউন) তিনি ১৯৯৩-২০০৩ পর্যন্ত নির্বাহী কমিটির সভানেত্রী ছিলেন। তার মৃত্যুতে ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ, নির্বাহী পরিষদসহ সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী গভীর শোকাহত। আমরা তার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। সেই সঙ্গে শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা ও সহমর্মিতা জানাচ্ছি। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী ১ ছেলে ও ৩ মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান।

মানবাধিকার মেলা ১ম পৃষ্ঠার পর

কিন্তু আজকের এ মেলায় নারী উপস্থিতি দেখে আমি সত্যিই অভিভূত। তিনি সালিশী কার্যক্রমের মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসার এবং সালিসে নারী সালিসকারের উপস্থিতি একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন বলে মন্তব্য করেন। জনাব নুর আলী চৌধুরী বলেন নারী-পুরুষ পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে সুন্দর সমাজ বিনির্মান সম্ভব। এই মানবাধিকার মেলা এলাকার সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি মানবাধিকার সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি মানবাধিকার কমিটি সমূহকে ইউনিয়ন পরিষদ এর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সালিশ কার্যক্রম পরিচালনা এবং প্রকল্প কর্মকর্তাদের এই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য আহ্বান জানান। জনাব মানিক কিশোর মালাকার বলেন,ঘাসফুল পরিচালিত সালিশ কার্যক্রম এলাকার বিভিন্ন বিরোধ মীমাংসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিনা খরচে আইনগত সহায়তা প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানান। মানবাধিকার মেলার প্রধান অতিথি পটিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ শফি উল হক বলেন, নারী-পুরুষ আলাদাভাবে না ভেবে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে হবে। তিনি বিরোধ মীমাংসায় মামলা-মোকদ্দমার চেয়ে সালিশ কার্যক্রমকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর পন্থা বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন, পারিবারিক ও সামাজিকভাবে আমরা প্রত্যেকে যদি নিজেদের অধিকার সমূহ চর্চা করি এবং অন্যের অধিকার সুরক্ষায় এগিয়ে আসি, তাহলে অবশ্যই রাষ্ট্রের তৃণমূল পর্যায়ে মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে পটিয়া উপজেলার জনগণের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা পালনের জন্য ঘাসফুল ও ব্রাস্টকে ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতে কার্যক্রম পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। বক্তব্য শেষে প্রধান অতিথি মানবাধিকার শিক্ষা সেশনে অংশগ্রহণকারী পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১। লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয় ২। কলারপোল হাজী ওমরা মিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ৩। আইয়ুব বিবি সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয় ৪। এ,জে,চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয় ৫। খলিল মীর ডিগ্রী কলেজের ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর সম্মানিত অতিথিবৃন্দ প্রকাশনার স্টল সহ মানবাধিকার মেলার অন্যান্য কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এরপর নারী সহায়তা গ্রুপ সদস্য ও নাগরিক অধিকার কমিটি সদস্যদের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় উপস্থিত কমিটি সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন জনাব ইমতিয়াজ হোসেন নাফিজ, ব্রাস্ট চট্টগ্রাম এর সহ-সমন্বয়কারী এডভোকেট ফারজানা আকতার, GKNHRIB প্রকল্পের সহ-সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ। মতবিনিময় সভা শেষে শুরু হয় কবিগান মানুষের জয়গান। কবিয়াল ইউসুফ তাঁর কবি গান এর মধ্য দিয়ে এডভোকেসীর আটটি ইস্যুর বিভিন্ন দিক উপস্থিত দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন এবং এই ইস্যুতে দেশে প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যাও দেন। উপস্থিত সকলে কবিয়ালের গায়েকী ঢং এ মুগ্ধ হন। মেলায় প্রকাশনার স্টলে মানবাধিকার বিষয়ে ঘাসফুল ও ব্রাস্ট এর প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা, পোস্টার, লিফলেট, GKNHRIB প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবি প্রভৃতি সব সাধারনের জন্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। মেলাতে যৌতুকের কারণে নির্যাতনের লাইভ সালিশ হয়। এই সালিশ কার্যক্রম পরিচালনা করেন নারী সহায়তা গ্রুপ ও নাগরিক অধিকার কমিটির সদস্যরা। সিগনেচার ক্যাম্পেইন-এ প্রধান অতিথি ও উপস্থিত অন্যান্যরা সালিশ বিষয়ে এই সিগনেচার ক্যাম্পেইনে তাদের মতামত প্রদান করে স্বাক্ষর করেন। এছাড়া মেলায় নারী অধিকার বিষয়ক চলচ্চিত্র ক্রান্তি, ভিডিও ম্যাগাজিন মধু মিলনসহ যৌতুক বিরোধী বিভিন্ন ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিকাল ৪.৩০ মিনিটে প্রকল্প কর্মকর্তা মেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে উপস্থিত সকল অতিথি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যসহ আগত সকলকে তাদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ।

এক নজরে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম

ঘাসফুল লাইভলীহুড বিভাগের তিন মাস (জুলাই-সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত কার্যক্রম প্রতিবেদনে পরিলক্ষিত হয় যে, সেপ্টেম্বর মাস শেষে মোট সদস্য সংখ্যা ২১,৫৬৩ জন। যাদের সঞ্চয়ের জের ৯,৩৪,৪৮,৮২০ টাকা। এই সদস্যদের মধ্যে গত তিন মাসে ঋণ বিতরণ করা হয় ৭,৪৮,৭০,০০০ টাকা এবং মাঠে স্থিতি আছে মোট ৫,৩৯৩ জন সদস্যের কাছে ১২,৫৮,৩৪,৭১৩ টাকা।

আর্থিক প্রতিবেদন বিষয়ক কর্মশালা

গত ২৮ জুলাই'০৬ ইং তারিখে লাইভলীহুড বিভাগের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন মজুমদার এর সভাপতিত্বে ঘাসফুলের ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন সভা কর্ণফুলী অডিটোরিয়াম এ অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে সভাপতির অনুমতিক্রমে এরিয়া ম্যানেজার জনাব মাহফুল করিম চৌধুরী সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি কিভাবে একটি প্রতিষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ Financial statement তৈরী করা যায় সে বিষয়টি তুলে ধরেন। Financial statement নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি Balance sheet, Income expenditure, Recipt and Payment প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেন। এ ছাড়া স্মৃতি চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক শাখার জুন ২০০৬ পর্যন্ত Recipits and payments এর তথ্যাদি উপস্থাপন এবং হেড অফিসের তথ্যাদির সহিত মিলকরণ করা হয়। ইন্টারনাল অডিটর জনাব রাকিব উদ্দিন প্রত্যেক শাখার Fixed Asset এর একটি তথ্যচিত্র উপস্থাপন করেন। যার উপর প্রত্যেক শাখার ম্যানেজার ও হিসাব রক্ষকের মতামত নেওয়া হয় এবং সভার সভাপতি জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন মজুমদার তাঁর বক্তব্যে খেলাপী ব্যবস্থাপনা, ঋণ তহবিল, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, কর্মী কল্যাণ তহবিল, দূর্যোগ ফান্ড পরিচালনা প্রভৃতির উপর আলোচনা করেন। ঘাসফুল এর নির্বাহী পরিচালক জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী দিনব্যাপী উপস্থিত থেকে এই কর্মশালার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন।

সঞ্চয় ও ঋণ নীতিমালা কর্মশালা

গত ১৯ আগষ্ট'০৬ ইং তারিখে ঘাসফুল লাইভলীহুড বিভাগের কো - অর্ডিনেটর জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন মজুমদারের সভাপতিত্বে সঞ্চয় ও ঋণ নীতিমালা রিভিউ এর উপর কর্মশালা কর্ণফুলী ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় আলোচ্য সূচী ছিল ১. নিয়মিত সঞ্চয় ও ঋণ নীতিমালা ২. GEDP ৩. হত দরিদ্র ঋণ কর্মসূচী ৪. Daily savings এর সঞ্চয় ও ঋণ কর্মসূচী। উক্ত কর্মশালায় গৃহীত আলোচ্য সূচীর সংশোধন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা হয়। উক্ত পরিবর্তিত নীতিমালার বিষয় গুলি হলো-নিয়মিত সঞ্চয় ও ঋণ কর্মসূচী, সার্ভে পলিসি, সমিতি গঠন, সমিতি পরিচালনা, ছবি প্রদান, সঞ্চয় জমা, সঞ্চয় ফেরৎ ,ঋণের ধাপ, সুদ প্রদান, ঋণ বিতরণ এবং GEDP সদস্য ও সমিতির যোগ্যতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

সঞ্চয় ও ঋণ নীতিমালা কর্মশালায় সহায়ক ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

এডিএফ বাংলাদেশ এর বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

এডোলোসেন্ট ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এডিএফ) বাংলাদেশ এর এক বিশেষ সাধারণ সভা গত ২৩ জুলাই ২০০৬ তারিখ কর্ণফুলী ট্রেনিং সেন্টার-এ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এডিএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম বিস্তারিত আলোচনা হয়। এতে কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও সদস্য সংস্থা সমূহের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন এডিএফ বাংলাদেশ এর সভাপতি ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা উৎস এর নির্বাহী পরিচালক মোস্তফা কামাল যাত্রা। সভায় বিগত জুন'০৬ এ অনুষ্ঠিত ফাউন্ডেশনের স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ওয়ার্কশপের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন এডিএফ বাংলাদেশ এর সাধারণ সম্পাদক ও ঘাসফুল এর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যবস্থাপক আনজুমান বানু লিমা। ফাউন্ডেশনের ডকুমেন্টশন এবং ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশনার ডামি উপস্থাপন করেন এডিএফ বাংলাদেশ এর অনুষ্ঠান সম্পাদক ও ইউসেপ স্কুলের শিক্ষক দেবাশীষ সেন। এছাড়াও এডোলোসেন্ট ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের খসড়া গঠনতন্ত্র সভায় উপস্থাপন করা হয়। এই বিশেষ সাধারণ সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিডব্লিউএফডি এর প্রজেক্ট ম্যানেজার দয়াল কান্তি দাশ, মমতার প্রকল্প পরিচালক স্বপ্না তালুকদার এবং ইউসেপের ডিভিশনাল কোঅর্ডিনেটর নুরজাহান শামীম।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য যে, সুবিধাবঞ্চিত কিশোর-কিশোরীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২৬টি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার সমন্বয়ে এডোলোসেন্ট ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এডিএফ) বাংলাদেশ ২০০১ সাল থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

গ্রামফুল বার্তা

বর্ষ ৫, সংখ্যা ৩, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৬

সম্পাদকীয়

তথ্য জানার অধিকার

তথ্য জানা নাগরিকের অধিকার। মানুষ তথ্য সমৃদ্ধ হলেই জাতীয় উন্নয়ন ও উন্নত সমাজ গড়ে উঠে। বাংলাদেশের মানুষ তথ্য জানার অধিকার চায়। পৃথিবীতে যত রকমের তথ্য আছে তার মধ্যে ৬০ ভাগ Service Related এবং ৪০ ভাগ হচ্ছে Community Related এই বিশাল ভান্ডার হতে অবাধ তথ্য প্রাপ্তির মাধ্যমে জনগণ গভীরভাবে বিচক্ষনতার সাথে তথ্যের ব্যবহার করে উন্নত জাতিতে তথা সমাজে পরিণত হতে পারে। তথ্য সমৃদ্ধ মানুষের সংখ্যা সমাজে খুবই সীমিত। তথ্য অধিকার নিশ্চিত হওয়ার কারণেই তারা অনেকের তুলনায় এগিয়ে। সুন্দর করে বাঁচার জন্য কিংবা সম্পন্ন হয়ে টিকে থাকার জন্য তথ্য যে অনিবার্য একটি উপাদান এ কথাটি সর্বজনস্বীকৃত । তথ্যের ব্যবহার যত বেশী হবে মানুষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি তত কমে যাবে, গুজব কমবে। তথ্য শূন্যতায় সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। মানুষে মানুষে আস্থা কমে যায়। প্রশাসন ও জনগণের মধ্যকার দূরত্ব ও বিভেদ কমানোর জন্য অধিকতর তথ্য-সমাজ গড়ে তোলা প্রয়োজন। সুশাসনের জন্য তথ্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি উপাদান। তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে প্রশাসন, পেশাজীবিগণ বা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি জনগণের কাছে তাদের অবস্থানকে সহনীয় করে তুলতে পারে। তথ্য শূন্যতা এই দু'পক্ষের মধ্যে বিরাট দুরত্ব সৃষ্টি করে। যা শেষ অবধি নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দেয়। যেমন Service ও Community Related শিক্ষা, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য, হাই ব্রীড ধান পরবর্তীতে বীজ হিসেবে ব্যবহার করা যায় না, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, থানায় অভিযোগ দায়ের- ভিত্তি করার পদ্ধতি, খাস জমিতে ভূমিহীনদের অধিকার, জমির মিউটেশন ফি কত, খাস জমিতে ভূমিহীনদের অধিকার, বিনামূল্যে আইন সহায়তা পাওয়ার স্থান সমূহ, বিয়ের বয়স, তালাকের নিয়ম কন্যা ও পুত্র সন্তান হওয়ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, আর্সেনিক, স্যানিটেশন ইত্যাদিসহ নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য সাধারণ মানুষ জানে না। দেশের মানুষের তথ্য জানার অধিকার কোন আইনের দ্বারা স্বীকৃত নয়। এ অধিকারটি প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বিশ্বের অনেক দেশের মত বাংলাদেশেও বিভিন্ন পরিসরে কাজ হচ্ছে, কিন্তু কার্যকর ফলাফল আসছে না। প্রতি বছর ২৮ সেপ্টেম্বর তথ্য অধিকার দিবস পালিত হয়ে আসছে। এই দিবস উদযাপনে অসংখ্য মানুষ জড়িত হলেও বিষয়টির প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ২০০২ সালে আইন কমিশন যে আইনের খসড়া কার্যপত্রটি তৈরী করেছিল তা পূর্নাঙ্গ একটি আইনের খসড়া প্রনয়নের উদ্যোগ চলছে। একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সর্বস্তরে জবাবদিহিতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে গণমানুষের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তথ্য জানার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। তথ্যের দুস্প্রাপ্যতা সমাজ উন্নয়নের অন্তরায়। তাই Right to Information Act-2002 আইনটি যথাযথভাবে পাশ করা ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ প্রয়োজন। দেশের জনগণ আজ তথ্যের অজতা থেকে মুক্তি চায়, চায় তথ্য জানার অধিকারের আইনগত স্বীকৃতি।

নিবন্ধ

কন্যা শিশু

মোহাম্মদ আরিফ

আইয়ামে জাহেলিয়ার যুগে কন্যা শিশুকে কবর দিতো কিন্তু সদ্য প্রসুতির উপর এভাবে নির্যাতন চলতো না যে ভাবে দেখা গেল মোয়াখালি জেলার চাটখিল উপজেলার বাদলকোট গ্রামে পাষন্ড শ্বশুড় শ্বাশুড়ি কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ার অপরাধে ডলি আক্তার নামে এক গৃহবধুর মাথা ন্যাড়া করে দিয়েছে এবং চার দিন পর্যন্ত তাকে খাওয়ার দেয়নি। অভুক্ত অবস্থায় ডলি ও তার শিশু কন্যার আর্তনাদে চার দিন পর পাষন্ড শ্বাশুড়ি রসুন ও মরিচের ভর্তা সহ ভাত খেতে দিলে তা খেয়ে সে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ে। গত ১৩ আগষ্ট ২০০৬ তারিখে দৈনিক আজকের কাগজ এর প্রতিবেদনে আসা এ সংবাদ কন্যা শিশু, নারী সমাজের তথা জাতির জন্য অবমাননাকর। মূলত কন্যা পুত্র সন্তান হওয়ার যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখা তাতে দেখা যায় মায়ের লিঙ্গ নির্ধারণকারী ক্রোমোজম দুটি একই ধরণের শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণে মা কোন ভূমিকা রাখতে পারে না। কিন্তু বাবার লিঙ্গ নির্ধারণকারী ক্রোমোজম দুটি দুই ধরণের, ফলে সন্তান পুত্র হবে কি কন্যা হবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে বাবার উপর কোন ভাবেই এইজন্য নারী বা মা দায়ী নয়। কন্যা শিশুর প্রতি পরিবারের সমাজের এই মানসিকতার পরিবর্তন দরকার। প্রতি বছরের মত এবারও গত ৩০ সেপ্টেম্বর হয়ে গেল জাতীয় কন্যা শিশু দিবস। পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভাবে কন্যা শিশুর অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০০০ সাল থেকে দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে "শিক্ষাই আলো শিক্ষাই সমৃদ্ধি। আমার শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করুন" দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে কন্যাশিশুদের প্রতি বৈষম্য দূর করার এবং যত্নবান হওয়ার বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে গুরুত্ব পায় ১৯৮৬ সালে। সে বছর ভারতে অনুষ্ঠিত সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে কন্যাশিশু বর্ষ পালনের সিদ্ধান্ত প্রথম গৃহিত হয়। এরপর পাকিস্তানের ইসলামাবাদের শীর্ষ সম্মেলন থেকে ১৯৯০ সালকে সার্ক কন্যা শিশু বর্ষ ঘোষণা করা হয়। ১৯৯০ সালেই মালদ্বীপের শীর্ষ সম্মেলনে ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত দশকটিকে কন্যা শিশু দশক হিসেবে উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত হয়। এরই পথ ধরে ২০০০ সাল থেকে বাংলাদেশ জাতীয়ভাবে কন্যা শিশুদের জন্য এই দিবসটিকে উৎসর্গ করে আসছে। সরকারের সাথে সাথে বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থাও সারা দেশে এই দিবসটি উদ্‌যাপন করে আসছে । এবারও পালিত হয়েছে সপ্তমবারের মত কন্যাশিশু দিবস। কন্যা শিশু সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তাদের প্রতি বঞ্চনার অবসান ঘটানো এবং সর্বক্ষেত্রে তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। বিশেষত শিশুকাল থেকেই এ চেতনা বোধের ভিত্তিতেই কন্যা শিশু দিবস পালিত হয়েছে সারাদেশে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে। প্রতিবছর দলমত জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরের লাখ লাখ মানুষ এতে অংশ নেয় । কিন্তু তারপরও কাঙ্খিত ফলাফল বা সচেতনতা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। সম্পত্তিতে কন্যা শিশুর অর্ধাংশ প্রাপ্তি, আবার ভাই না থাকলে অন্য উত্তরাধিকারদের সম্পত্তি পাওয়া। পরিবারে শুধুমাত্র কন্যা সন্তান থাকলে পরিবারের সম্পত্তির উত্তরাধিকার সমস্যা হয়। যা কন্যা শিশুর প্রতি চরম বৈষম্য। সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারার ক্ষেত্রে পিতার ভাই /মায়ের ভাই ভাগ পায়, যা মোটেই কাম্য নয়। কন্যা শিশুর প্রতি পরিবারে, সমাজে বিরূপ মনোভাব, বৈষম্যের এটাই এক বড় কারণ হিসাবে প্রতিয়মান। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, কর্মসংস্থানের সুযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীরা বিশেষত গ্রামীণ নারীরা বহুলাংশে বঞ্চিত। এছাড়া তারা ব্যাপক নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার। এমন অসম অবস্থা নারীদের জন্য আরও দুর্বিসহ আকার ধারণ করে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার ফলে সমাজে বিরাজমান তাদের অধস্তন অবস্থার কারণে। এ বাস্তবতার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ এবং তা পরিবর্তনের লক্ষ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টি প্রয়োজন। ইউনিসেফের মতে দক্ষিণ এশিয়ায় অপুষ্টির তুলনামূলক উচ্চহার নারী পুরুষের মধ্যে বিরাজমান অসমতার গভীরে প্রোথিত। বাল্যকাল থেকেই নারীরা বৈষম্য বঞ্চনার শিকার হয়। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এদেশে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শিশু স্বল্প ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশুদের সংখ্যা প্রায় সমান। কিন্তু আমাদের দেশে জন্মের পর থেকেই কন্যা শিশুদের প্রতি বৈষম্য শুরু হয়। ছেলে শিশুর তুলনায় কম খাওয়ানো হয় এবং কৌশলে তাদের অনেককেই চার দেওয়ালে আটকে রাখে। বয়ঃসন্ধিক্ষনেই বিয়ে হয়ে যায় এবং তারা দ্রুত গর্ভবতী হয়ে পড়ে। গর্ভেই অপুষ্ট ও স্বল্প ওজনের শিশু জন্মগ্রহণ করে। আমরা এভাবেই অপুষ্টির এক ভয়াবহ দুষ্টচক্রে আটকে যাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ কন্যাশিশুরাই এ দুষ্টচক্রের বাহক এবং এর থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে অবশ্যই জন্মের পর থেকে কন্যা শিশুর প্রতি বঞ্চনার অবসান ঘটানো আবশ্যক। অপুষ্টির কারণেই আমাদের শারিরীক এবং মানসিক শক্তি লোপ পাচ্ছে, গড় উচ্চতা কমে যাচ্ছে এবং বুদ্ধিমত্তা হ্রাস পাচ্ছে। ফলে সামগ্রিক ভাবে আমরা হচ্ছি ক্ষতিগ্রস্থ। বিশ্ব ব্যাংকের মতে অপুষ্টির কারণে আমাদের প্রতিবছর আনুমানিক এক বিলিয়ন ডলার সমতুল্য আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের মতে, মানব সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়তি ভ্রুণ থেকেই নির্ধারিত হয়। যেসব শিশু স্বল্প ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে পরবর্তী জীবনে তাদের হৃদরোগ ও বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে যায়। এটা এখন পরীক্ষিত সত্য এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন ফিটাল প্রোগ্রামিং, যা সমৃদ্ধি ও ব্যাধি বলে মনে করা হলেও এর ব্যাপকতা এদেশে অত্যন্ত প্রকট। জাতীয় উন্নয়নের চাকাকে গতিশীল করতে হলে এ রোগের প্রকটতা হ্রাস করতে হবে। শিশুকাল থেকে বৈষম্য, বঞ্চনার অবসান ঘটাতে হবে। ২০০০ সালে বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় শিশু অধিকার সপ্তাহের দ্বিতীয় দিবসকে অর্থাৎ ৩০ সেপ্টেম্বরকে কন্যা শিশু দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। আশার কথা হলো শিক্ষার ক্ষেত্রে গত দেড়দশকে বাংলাদেশের নারীদের অবস্থার উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে । বাংলাদেশকে একটা উন্নত, সমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভরশীল দেশে পরিণত করতে হলে নারী তথা কন্যা শিশুর প্রতি সব ধরণের বৈষম্য বঞ্চনার অবসান ঘটানো দরকার। কন্যা শিশুরা বড় হওয়ার সাথে সাথে নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে বেড়ে উঠে, নিরাপত্তাহীনতা, যৌন হয়রানি, অশ্লীল মন্তব্য ও ইঙ্গিত, অপহরন, পাচার, এসিড নিক্ষেপ ইত্যাদি প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। এমন কি পারিবারিক পরিমন্ডলে যৌতুক, তালাক, উত্তরাধিকার এবং ঘরে বাইরে স্বাধীন ভাবে চলাচল করা এক কঠিন অবস্থায় বিরাজ করছে। নারীরা কোথাও নিরাপদ নয়। এতো সব সংকট থেকে মুক্ত হয়ে তাঁরা যাতে পূর্ণ মানবিক মর্যাদায় বৈষম্যহীন, ন্যায়ভিত্তিক, আধুনিক, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় বেড়ে উঠতে পারে এবং সব কর্মকান্ডে ও প্রতিষ্ঠানে সমভাবে অংশগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রনের অধিকার পায়। কন্যা শিশুকে পুত্র শিশুর মত সম- সহযোগিতা ও মর্যাদা দিয়ে গড়ে তুলতে পারলে সমাজ ও পরিবার উপকৃত হবে। জাতীয় উন্নয়ন তরান্বিত হবে। এর জন্য প্রয়োজন কার্যকর পদক্ষেপ এবং সর্বস্তরের আন্তরিক সহযোগিতা।

সংগ্রামী হেনা — জহিরুল আহসান সুমন

১৯৭১ সাল। চারদিকে যুদ্ধের ডামাডোল। এরই মধ্যে কীর্তনখোলা নদীর তীর ঘেষা বরিশাল জেলার উজিরপুর থানায় হেনা'র জন্ম। জন্মের সময়ই যেন হেনা দূর্ভাগ্য বহন করে নিয়ে এসেছিল। জন্মের মাত্র ৭ মাস পরেই এক দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে হেনার বাবা উজ্জত মোল্লা মারা যান। উজ্জত মোল্লার মৃত্যুর কিছুদিন পরেই দেশ স্বাধীন হয়। সারাদেশ তখন বিজয়ের আনন্দে উদ্বেলিত। কিন্তু হেনার মা সেই আনন্দে শরীক হতে পারেননি। কারণ তিনি যে তখন তার ২ ছেলে ও ১ মেয়ের জন্য দৈনিক এক বেলা করে খাওয়ারও জুটাতে পারছেন না। অবশেষে জীবন-জীবিকার সন্ধানে হেনার মা তার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে চট্টগ্রাম চলে এলেন। চট্টগ্রামে এসে হেনার মা নগরীর পাঠানটুলী রোড, জাম্বু কলোনী নামক বস্তিতে আশ্রয় নেয়। ছেলে- মেয়েদের মুখে খাওয়ার তুলে দেওয়ার জন্য হেনার মা অন্যের বাসায় কাজ করা শুরু করলেন। একবেলা খেয়ে আরেক বেলা না খেয়ে হেনার জীবন কাটতে লাগল। ১৯৯১ সালে ২০ বৎসর বয়সে জাম্বু কলোনীতে বসবাসরত ছিদ্দিক মাস্টার নামক এক ব্যক্তির সাথে হেনার বিয়ে হয়। বিয়ের পরও হেনার ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। স্বামী ছিদ্দিক মিয়ার তেমন কোন আয় রোজগার ছিল না। সময়ের আবর্তনে তাদের সংসারে নতুন মুখ আসতে লাগল। জন্ম থেকে যে দুর্ভাগ্য হেনা বহন করে আসছিল সে একই দূর্ভাগ্য তার ছেলে-মেয়েদের জীবনেও ঘটবে তা হেনা কোনক্রমেই মেনে নিতে পারছিল না। সে প্রতিজ্ঞা করল যেভাবেই হোক সে তার সন্তানদের মানুষের মত মানুষ করবে। কিন্তু কিভাবে? বিয়ে পূর্ববর্তী জীবনে হেনার মা হেনাকে ঘরমোছার ব্রাশ, বুরুশ, ফুল ঝাড়ু ইত্যাদি তৈরীর কাজ শিখিয়েছিল। জাম্বু কলোনীর অনেকে এই ব্যবসার সাথে জড়িত। দৈনিক মজুরীর বিনিময়ে হেনা অন্য ব্যবসায়ীর অধীনে কাজ করত। পুঁজির অভাবে নিজে ব্যবসা শুরু করতে পারছিলনা। ২০০০ সালে এক প্রতিবেশীর মাধ্যমে হেনা পিকেএসএফের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ঘাসফুল

নিজের উৎপাদিত পণ্যের পাশে হেনা

সমিতির কথা জানতে পারলেন। ১ম দফা ৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে নিজে ব্যবসা শুরু করার উদ্যোগ নিলেন। পাহাড়তলী থেকে সূতা, দেওয়ান হাট থেকে বাঁশ ও রেয়াজউদ্দিন বাজার থেকে প্লাস্টিক ক্রয় করে হেনা নিজ হাতে ঘর মোছার ব্রাশ তৈরী করতেন। হেনার স্বামী তার তৈরীকৃত পণ্য বাসায় বাসায় নিয়ে বিক্রি করতেন। ২০০০-০৬ সাল পর্যন্ত হেনা ঘাসফুল থেকে ৬ কিস্তিতে মোট ১ লাখ ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন। এই টাকা দিয়ে হেনা গত ৬ বৎসরে তার ব্যবসাকে আশাতীত ভাবে সম্প্রসারণ করেছেন। হেনা এখন অনেক রকমের পণ্য সামগ্রী তৈরী করেন। যেমন ঘরমোছার ব্রাশ, বুরুশ, ফুল ঝাড়ু ইত্যাদি। হেনার উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিভিন্ন দোকানে অর্ডার ভিত্তিক সরবরাহ করা হয়। উৎপাদন বেশী হলে হেনার স্বামী বিভিন্ন পাড়া- মহল্লায় ফেরী করে। বর্তমানে মাসে তাদের ৮ থেকে ৯ হাজার টাকা আয় হয়। হেনার ৩ ছেলের মধ্যে ২ ছেলে স্কুলে ৮ম ও ১০ম শ্রেণীতে পড়া-লেখা করে। অন্য ছেলেটি মাদ্রাসায় পড়ালেখা করে। হেনা তার ছেলেদেরকে কলোনীর অন্য ছেলেদের চেয়ে একটু ভিন্ন আদর্শে মানুষ করার স্বপ্ন দেখেন। হেনা সারাদিন ব্যস্ত থাকে পণ্য সামগ্রী তৈরীর কাজে। হেনার স্বামী কাঁচামাল ক্রয়, দোকানে সাপ্লাই, মহল্লায় মহল্লায় ফেরী করে দিন অতিবাহিত করে। তার সন্তানেরা পড়ালেখার সময়ে পড়ালেখা ও অবসর সময়ে পিতা-মাতাকে কাজে সহযোগীতা করে। এ যেন এক সুখী পরিবারের চিত্র। জন্ম থেকে হেনা কোন দিন সুখের মুখ দেখেনি। কিন্তু এখন হেনা তার স্বামী সন্তানদের নিয়ে একটি আদর্শ সুখী পরিবার গড়ে তুলেছে। এ যেন হেনার সংগ্রামের ফসল। হেনা এখন স্বপ্ন দেখে মাষ্টার কুটির শিল্প নাম দিয়ে ভবিষ্যতে সে তার ব্যবসাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিবে। হেনা বিশ্বাস করে তার দুইটি হাত যদি সচল থাকে তবে তার এই স্বপ্নও একদিন বাস্তব রূপ লাভ করবে।

সেবক কলোনী - নারীরা হয়েছে সচেতন শিশুরা রাখছে প্রতিভার সাক্ষর

ঘাসফুল ১৯৯৮ সাল থেকে সেবক কলোনীতে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত নারী ও শিশুদের জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে সেবক কলোনীর নারীরা হয়েছে সচেতন, শিশুরা রাখছে প্রতিভার সাক্ষর। শতকরা ৯০ ভাগ শিশু, কিশোর-কিশোরী শিক্ষা ও সৃজনশীলতায় কৃতিত্ব দেখিয়েছে যা অবশ্যই পারিবারিক ও জাতীয় জীবনের ইতিবাচক উন্নয়ন। ব্রিটিশ শাসন আমলে কায়দা আজম জিন্নাহ ও মহাত্মা গান্ধীর সাথে ১৯১৮ সালে চুক্তি করে ২২টি হরিজন পরিবারকে ভারতের কানপুর হতে এদেশে নিয়ে আসে। দশ বছর পর আরও দশটি পরিবার এদেশে এসে বসতি স্থাপন করে। বর্তমানে চট্টগ্রামে এদের বসবাসের জন্য পূর্ব মাদারবাড়ী, ফিরিঙ্গি বাজার,বান্ডেল রোড এবং ঝাউতলায় চারটি কলোনী রয়েছে। পূর্ব মাদারবাড়ী সেবক কলোনীতে হরিজন ও মালী এই দুই সম্প্রদায়ের প্রায় ১২০০ লোক বসবাস করে। তার মধ্যে প্রায় ৭০টি হরিজন ও ২০টি মালী পরিবার রয়েছে। সবাই সনাতন বা হিন্দু সম্প্রদায়ের, নারায়ণ বা হরির নাম অনুসারে এ নামকরণ। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে কর্মরত এই সম্প্রদায়ের নারী পুরুষ সকলেই পেশায় ঝাড়ুদার বা সুইপার। সিটি কর্পোরেশনের কাজ না থাকলে তখন তারা ঘরে বসে থাকে, অনেকে বদলি খাটে,কেউ কেউ আবার ভিন্ন পেশায় দিনমজুরি করে। তবে বিরাট একটা অংশ বিনোদনে কাটায়। নারীরা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে কাজ করলেও এখনো বেশীর ভাগই থাকে অন্তরালে। সম্প্রদায়গুলোর প্রধান হলো সর্দার। হরিজন সম্প্রদায়ের সর্দারের নাম রাজা রাম এবং মালী সম্প্রদায়ের সর্দারের নাম তেজা মালী। সনাতন ধর্মের গুরুদেব প্রেমানন্দ পূর্ব মাদারবাড়ী সেবক কলোনীতে অবস্থান কালে এই সম্প্রদায় তার কাছ দীক্ষা গ্রহণ করে তাদের ধর্মীয় ও নৈতিক অবস্থার পরিবর্তন করে, কাঁচা ঘরের তৈরী মন্দির তখন সকলের সহযোগিতায় ধীরে ধীরে পাকা হয়ে ওঠে। হিন্দু ধর্মের আচার অনুষ্ঠান এখানে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। কলোনীর একমাত্র ক্লাব 'রাধা-কৃষ্ণ' এর সভাপতি মহাজনী জগদীশ দাস। ক্লাবের নামে নারীর নাম থাকলেও ক্লাবে কোন নারী সদস্য নেই বলে সভাপতি

সৃজনশীল কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী শিশু-কিশোররা

জানান। রাধা কৃষ্ণ সংঘ মন্দির ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা, বিয়ে শাদীতে সহায়তা ও সহযোগিতা করে। সাধারণত শিশুর জন্মের এক মাস পর শিশুর নাম রাখার অনুষ্ঠান করা হয় তবে ব্রাহ্মণ জন্মের পর দিন রাশি দেখে শিশুর নাম ঠিক করে দেয়। বিয়ের আগে চার কলোনীর পঞ্চায়েত ও ব্রাহ্মণ ডেকে লগ্ন ঠিক করা হয় এছাড়া সব আয়োজনে পঞ্চায়েত সাহায্য করে থাকে। বিয়ে ও বাচ্চাদের নাম রাখার অনুষ্ঠান ধুমধামের সাথে পালন করা হয়। বিয়েতে বাবা-মা তাদের সামর্থ্য অনুসারে টিপ, টেলিভিশন, কানের দুল, নাক ফুল, গলায় ও হাতের ২-৩ ভরী সোনা-রূপার অলংকার দিয়ে থাকে। হরিজন ও মালী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ে হলেও তবে এরা উভয়েই উৎসবে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। বিধবা মহিলারা পুরুষদের সাথে কথা বার্তা বলতে পারে না। তবে অল্প বয়সে কেউ বিধবা হলে পুনরায় তার বিয়ে দেয়া হয় সেক্ষেত্রে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন না করে মন্দিরে নিয়ে বিয়ে দেয়া হয়। তারা তাদের পারিবারিক ও সামাজিক সকল অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের সরণাপন্ন হয়, ব্রাহ্মণ ছাড়া কোন অনুষ্ঠান করে না। পঞ্চায়েত চার কলোনীর সর্দার, সম্প্রদায়ের প্রধান ও প্রভাবশালীদের নিয়ে গঠিত। পঞ্চায়েত বিচার সালিশ করে। সাধারনত এরা কোর্ট-কাচারি আদালতে যায় না। তবে সমাজের কথা না শুনলে কঠিন শাস্তি দেয়া হয়, এক ঘরে করে রাখা হয়। চার কলোনীর কেউই তার সাথে সম্পর্ক রাখে না। তাকে অবশ্যই সমাজের কথা শুনতে হয়। ফলে বাধ্য হয়ে চার কলোনীতে দৌড়াদৌড়ি করে পঞ্চায়েতের কাছে মাফ চেয়ে সমাজে ওঠে। সেবক কলোনীতে বসবাসরত অধিকাংশ মানুষই শিক্ষার আলো হতে বঞ্চিত। এদের মধ্যে মাত্র একজন এসএসসি এবং একজন বিএ পাস করেছে। তারাই এ সমাজের সবচেয়ে উচ্চশিক্ষিত মানুষ। এদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য কলোনীর পাশেই রয়েছে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্তু সেখানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা খুবই কম। তবে ঘাসফুল এনএফপিই স্কুল পরিচালিত হওয়ার পর হতে অনেক ছেলে মেয়ে বিনা খরচে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখার সুযোগ পাচ্ছে। এরপর হতে সোনা ছাত্রছাত্রী হাই স্কুলগুলোতে ভর্তি হয়। এছাড়া ঘাসফুল শিশুদের গান, নাচ, কবিতা, একক অভিনয়, ছবি আঁকা প্রভৃতি সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বিভিন্ন সময়ে কিশোর-কিশোরীরা স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার অর্জন করেছে। শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা, সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম, আইনি সহায়তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সবুজ প্রকল্পের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ ১ম পৃষ্ঠার পর

হাটহাজারী কার্যালয়ে শাক-সবজি উৎপাদন বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে সহায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন পটিয়া উপজেলার কৃষিকর্মকর্তা জনাব শামছুল হুদা, হাটহাজারী উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন ও পটিয়া উপজেলার উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা তরুন কুমার। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল এর নির্বাহী পরিচালক জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী ও সবুজ প্রকল্পের প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনাব আন্জুমান বানু লিমা। প্রশিক্ষণের শুরুতে স্বাগত বক্তব্যে ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক বলেন, জাইকা বাংলাদেশের আর্থিক সহযোগিতায় কৃষি ক্ষেত্রে কাজ শুরু হয়েছে। এর ফলে আপনাদের পুষ্টি চাহিদা মিটবে ও আর্থিক স্বচ্ছলতা আসবে। তিনি উপকারভোগীদের এ বিষয়ে আগ্রহ ও আন্তরিকতার উপর জোর দেন। পটিয়া উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা জনাব শামছুল হুদা বলেন, আমাদের দেশের শতকরা ৮০ জন লোক কৃষি কাজে জড়িত। আর কৃষকরা হচ্ছে দেশের মূল চালিকা শক্তি, তাই কৃষি তথা কৃষকের উন্নয়নের জন্য আমাদের কাজ করতে হবে। এরপর শাক-সবজি উৎপাদন বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকগণ মাটি, বীজ, সার, পানি, গ্যাস ও কীটনাশক এবং জমি তৈরী করাসহ কিভাবে চাষাবাদ করবেন তার উপর বিস্তারিত ভাবে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

সঞ্চয় ও হিসাব ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ:

ঘাসফুল সবুজ প্রকল্পের উদ্যোগে প্রকল্পের ১২টি দলের কোষাধ্যক্ষদের নিয়ে ২৪ ও ২৬ আগষ্ট হাটহাজারী ও পটিয়া উপজেলায় সঞ্চয় ও হিসাব ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা ও প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার। প্রশিক্ষণে সঞ্চয় কি, সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা, সঞ্চয় জমা ও উত্তোলন প্রক্রিয়া, সঞ্চয়ের টাকা লাভজনক খাতে বিনিয়োগের উপায় ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের দলকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারবেন।

নেতৃত্ব ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ:

পরিকল্পিত নেতৃত্ব ব্যবস্থাপনার জন্য উপকারভোগীদের নিয়ে ২৪ ও ২৬ আগষ্ট হাটহাজারী ও পটিয়া উপজেলায় সবুজ প্রকল্পের উদ্যোগে নেতৃত্ব ব্যবস্থপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জনাব মোস্তফা মোস্তাকুর রহীম খান ও মোঃ মতিউর রহমান খান। প্রকল্পের ৬টি গ্রামের ১২টি দল থেকে ২৪ জন উপকারভোগী এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। এই প্রশিক্ষণে উপকারভোগীদের দল, দল তৈরী, দল পরিচালনার পদ্ধতি, নেতা ও নেতৃত্ব, নেতার গুনাবলী, নেতার প্রকারভেদ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

পি আরএ ট্রেনিং: সবুজ প্রকল্পের উদ্যোগে উপকারভোগীদের জন্য পিআরএ ট্রেনিং গত ২৮-৩০ আগষ্ট হাটহাজারী ও পটিয়া উপজেলায় অনুষ্ঠিত হয়।

কিশোর কিশোরীদের নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ঘাসফুল কিশোর-কিশোরীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য গত ১ জানুয়ারী'০৬ ইং তারিখ থেকে ৫টি সেন্টারের কার্যক্রম শুরু করে। এডোলোসেন্ট সেন্টারের ২৫ জন কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে ঘাসফুল মিলনায়তনে গত ৩০ জুলাই অনুষ্ঠিত হলো "নেতৃত্ব উন্নয়ন" বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা। এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিলো কিশোর-কিশোরীদের নেতৃত্ব বিষয়ে উন্নয়ন করা, নেতা কে, নেতার গুণাবলী, নেতার দায়িত্ব ও কর্তব্য, এডোলোসেন্ট সেন্টারের কার্যাবলী এবং বিভিন্ন সেন্টারের কিশোর-কিশোরীরা দলীয়ভাবে একতাবদ্ধ নিজেদের, পরিবারের ও তাদের মতো অন্যান্য কিশোর-কিশোরীদের কিভাবে সচেতন করা যায় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়াও এই প্রশিক্ষণে তাদের যার যার এলাকায় বা বাইরে যে কোন বিষয়ে নেতৃত্ব দেয়া, নিজের গন্ডির বাইরে দলীয় ভাবে কাজ করার দক্ষতা অর্জনে নিজেদের কিভাবে তৈরী করতে হবে সে বিষয়ে ধারণা দেয়া হয়। সেন্টারের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং এসব বিষয়ে সমাধান কিভাবে করা যায় সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়। কিশোর-কিশোরীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে যাতে তারা নিজেদের সাবলম্বী করতে সক্ষম হয়।

রিফ্লেক্ট সার্কেলের মাসিক সভা ও চিপস্ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

রিফ্লেক্ট সার্কেল সমূহের মাসিক সভা গত ৩-১৬ আগষ্ট সম্পন্ন হয়। সভায় সার্কেলের অংশগ্রহণকারীরা ছাড়াও তাদের স্বামী এবং অভিভাবকরা অংশগ্রহণ করেন। সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল এ্যাকশন পয়েন্ট বাস্তবায়নে স্পাউস কমিটিদের সহযোগিতা পাওয়া। সার্কেলের অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতি বাড়ানো, জটিল সমস্যা সমাধানে সবার সহযোগিতা নিশ্চিত করা প্রভৃতি। সার্কেলের অংশগ্রহণকারী কিশোরীদের অভিভাবকদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে "একতা, ফুল ও বাধঁন" সার্কেলে কলা চিপসের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন একতা সার্কেলের সহায়ক বাসন্তী ভট্টাচার্য্য, ফুল সার্কেলের সহায়ক যুথী গুপ্তা, বাধঁন সার্কেলের সহায়ক নার্গিছ আক্তার এবং এ্যাসিস্ট্যান্ট রিফ্লেক্ট ট্রেইনার সামছুন নাহার। প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রশিক্ষার্থীগণ নিজেদের তৈরীকৃত কলা চিপস্ সার্কেল অংশগ্রহণকারী ও অভিভাবকদের মধ্যে বিতরন করে এবং বাজারজাতকরণ মান উপযোগী হয়েছে কিনা যাচাই করেন। পরবর্তীতে তারা তাদের বাসায় কলার চিপস্ নিজেরা তৈরী করবে। এই প্রশিক্ষণটিতে ৪৫ জন অংশগ্রহণ করেন।

ঘাসফুল এডোলোসেন্ট সেন্টারে সেলাই প্রশিক্ষণ ও অভিভাবক সভা

ঘাসফুল পরিচালিত এডোলোসেন্ট সেন্টারের কিশোর-কিশোরীদের অভিভাবকদের সাথে সেন্টারের শিক্ষিকা ও শিক্ষাবিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে অভিভাবক সভা গত ২৪-৩০ আগষ্ট '০৬ তারিখে ৫টি এডোলোসেন্ট সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। এই অভিভাবক সভা করার মূল উদ্দেশ্য ছিল সেন্টারের কার্যক্রম সম্পর্কে অভিভাবকদের অবহিত ও সম্পৃক্ত করা। এডোলোসেন্ট সেন্টারে যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয় সেগুলো হলো- কিশোর-কিশোরীদের অনুপস্থিতি, প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য কি দেয়া, সেন্টারে সময়মত উপস্থিত হওয়া, সেন্টারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রশিক্ষণে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সেন্টারে নিয়ে আসা, সেন্টারের শিক্ষিকা ছুটিতে বা অন্য কোন অফিসিয়াল কাজে সেন্টারের বাইরে থাকলেও সেন্টারের লিডারদের মাধ্যমে সেন্টার খোলা থাকবে। ৫টি সেন্টারের কিশোর কিশোরীদের চাহিদা অনুযায়ী গত ১জুলাই'০৬ থেকে পোসাইলডাঙ্গা, পোস্তারপাড়, কদমতলী এই ৩টি এডোলোসেন্ট সেন্টারে সেলাই প্রশিক্ষণ পরিচালিত হচ্ছে। এই এডোলোসেন্ট সেন্টারে ১০জন করে মোট ৩০ জন অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে এবং প্রশিক্ষণ শেষে সেন্টারের অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের শিক্ষার্থীর বৃত্তি লাভ

সাদাব সাকিব

আল-ফাতেহ ইবন

গোলাম নুর

রাশেদুল ইসলাম

গত ১ জুলাই ২০০৬ তারিখে পলোগ্রাউন্ড পাবলিক স্কুলে অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম কিন্ডার গার্টেন এন্ড স্কুল এসোসিয়েশন আয়োজিত মেধা বৃত্তি পরীক্ষা-২০০৫ এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান নগরীর উডল্যান্ড পার্কে আয়োজন করা হয়। এতে ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের চারজন শিক্ষার্থী বৃত্তি পেয়েছে। বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলো-সাদাব সাকিব উচ্ছ্বাস-প্রথম শ্রেণী, রাশেদুল ইসলাম ও গোলাম নূর আতিক দ্বিতীয় শ্রেণী এবং আল ফাতেহ ইবন তৃতীয় শ্রেণী। প্রধান অতিথি শিল্পপতি ও শিক্ষানুরাগী জনাব আবদুস সালাম এ অনুষ্ঠানে বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করেন।

ট্রেনিং ওয়ার্কসপ

** গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৬ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৬ পর্যন্ত বি.সি.সি.পি আয়োজনে কুমিল্লার বার্ড-এ Interpersonal communication build-up শিরোনামে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেন প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের মেডিকেল অফিসার ডাঃ আরাফাত হোসেন।

** Building Telecenter Family in Bangladesh (A workshop for the social entrepreneurs and practitioners) শিরোনামে গত ২৭ আগস্ট ২০০৬ হতে ২৯ আগষ্ট ২০০৬ পর্যন্ত ডি, নেট এর আয়োজনে RDRS রংপুরে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেন এমআইএস বিভাগের ব্যবস্থাপক আবু জাফর সরদার।

** গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৬ ইং তারিখে Early Children Development বিষয়ক জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালা বি.এ.এস.এফ এর আয়োজনে বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকায় অংশগ্রহণ করেন শিক্ষা বিভাগের জুনিয়র অফিসার তাসলিমা আক্তার।

ঘাসফুল আর্ট স্কুলের শিক্ষার্থীর পুরস্কার লাভ

গত ১-৩ সেপ্টেম্বর সেন্ট প্লাসিডস্ হাই স্কুলে শিল্পী শওকত জাহান পরিচালিত আটটি আর্ট স্কুলের ৬০০ শিশু শিল্পীদের যৌথ চিত্র প্রদর্শণী আয়োজন করা হয়। এতে ঘাসফুল আর্ট স্কুলের মোট ১৮ জন ছাত্র/ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৬ প্রদর্শণীতে অংশগ্রহণকারী ছাত্র/ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সেন্ট প্লাসিড হাই স্কুলের প্রিন্সিপাল ব্রাদার প্রদীপ প্লাসিড গোমেজ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক আনোয়ারুল আজিম আরিফ। ঘাসফুল আর্ট স্কুলের জহিরুল ইসলাম শান্ত (১ম), সানজিদা নূর, নাইমা ইসলাম, সাফায়েত জামিল, হাবিবা ফাতেমা (২য়), নাজমুল হক, সজিব (৩য়) পুরস্কার লাভ করে। অবশিষ্ট ১১জনকে শান্তনা পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল হোমায়রা কবির চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

কিশোর কিশোরী সম্মিলন ৮ম পৃষ্ঠার পর

আজকের এই সম্মিলন শুরু হচ্ছে, সেই ধারনা পত্রের দাবীকে বাস্তবায়ন করার জন্য উপস্থিত সবাইকে স্ব-স্ব অবস্থান থেকে কাজ করে যেতে হবে। জনাব আরিফুর রহমান তাঁর বক্তব্যে মিলেনিয়াম ডেভলাপমেন্ট গোল এ কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে সু-নির্দিষ্ট প্রস্তাবনা আনার দাবী জানান। প্রধান অতিথি জনাব আব্দুল্লাহ আল নোমান বলেন, সম্মিলন স্থলে আসার পূর্বে এই সম্মিলনের গুরুত্ব সম্পর্কে আমার কোন ধারণা ছিলনা, এখানে উপস্থিত হয়ে আমি বুঝতে পেরেছি জাতীয় জীবনে এই সম্মিলনের গুরুত্ব। কারণ আমরা যদি কিশোর কিশোরীদের এ বয়সেই উপযুক্ত শিক্ষা দিতে না পারি, তবে আমাদের কিশোর কিশোরীরা নিজেদের উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে পারবে না। তিনি এ লক্ষ্যে সকলকে সম্মিলিত ভাবে কাজ করার জন্য আহবান জানান। জনাব সৈয়দ আকবর রেজা কিশোর কিশোরীদের জন্য আলাদা একটি মন্ত্রণালয় গঠনের জন্য মাননীয় মন্ত্রীর নিকট দাবী জানিয়ে সম্মিলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে মাননীয় মন্ত্রী "নিরাপদ কৈশোর আলোকিত আগামী"- এই স্লোগানকে সামনে রেখে সিগনেচার ক্যাম্পেইন তুলির আঁচড়ে উদ্বোধন করেন এবং সম্মিলনের বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে টক শো, নাটক, নৃত্যানুষ্ঠান, যাত্রাগান, দলীয় সংগীত, সানজিদা নিশাত হিমুর পরিবেশনায় লোকগীতি-লালনগীতি, ওস্তাদ করিম সাহাবুদ্দীন পরিবেশিত নজরুল সংগীত, শিল্পী জয়ার একক সংগীতানুষ্ঠান ও যাদুশিল্পী রাজীব বশাক্কের যাদু প্রদর্শনের মধ্যে দিয়ে সম্মিলনের প্রথম দিনের কার্যক্রম শেষ হয়। "সামাজিক পরিবেশ নারী শিক্ষার প্রধান অন্তরায়" এই বিষয়ে পক্ষে বিপক্ষে বিতর্ক প্রতিযোগীতার মধ্যে দিয়ে সম্মিলনের ২য় দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর ডাইভার্সিটি এন্ড সিটিজেনশীপ বিষয়ক এ্যাডোলোসেন্ট সংলাপ, সঙ্গীতানুষ্ঠান, নৃত্যানুষ্ঠান, পাপেট থিয়েটার, তথ্য চলচ্চিত্র ও বিভিন্ন ধরণের নাটক পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে উৎসবের আমেজ তৈরী হয়। সম্মিলনের ২য় দিনের উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল, কৈশোর নীতিমালা ও ঘোষণা বিষয়ক আলোচনা সভা। এতে জনাব কামাল উদ্দীন (সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়), জনাব মোস্তাক আহম্মেদ (অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়), জনাব ইদ্রিস মিয়া (যুগ্ম সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়) এবং বিভিন্ন বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার প্রধান, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবি, চিকিৎসক ও কিশোর- কিশোরীদের অংশগ্রহণে এক প্রাণবন্ত আলোচনা সভা শেষে কিশোর-কিশোরী সম্মিলন'০৬ এর ঘোষণা পত্র পাঠ করা হয়। এর পরই জেসমীন সুলতানা পারু'র সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর শফিক হায়দার চৌধুরী (প্রাণী বিঃ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়), আরো উপস্থিত ছিলেন একশন এইড কর্মকর্তা মুনমুন গুলশান এবং এডিএফ এর সভাপতি মোস্তফা কামাল যাত্রা। সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, আমাদের আজকের কিশোর কিশোরীরাই আগামী দিনের ভবিষ্যত, তাই যে কোন মূল্যে কিশোর কিশোরীদের নিরাপদে রাখতে হবে, ভবিষ্যতে নিজেদের উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। পরিশেষে সভাপতি এ ধরনের সম্মিলন সারাদেশে ছড়িয়ে পড়বে এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং অনুষ্ঠানে যারা সার্বিকভাবে সহযোগীতা করেছেন সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ঘাসফুলের পরিবেশনায় নাটক

অন দ্যা জব ট্রেনিং

Gander, Knowledge, Networking and Human Rights Intervention in Bangladesh প্রকল্পের আওতায় গত ০২ জুলাই, ২০০৬ তারিখে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে যাতে অধিক সফলতা লাভ হয় এই জন্য ঘাসফুল ট্রেনিং সেন্টারে GKNHRIB প্রকল্প কর্মীদের অন দ্যা জব ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল আয়োজিত অন দ্যা জব ট্রেনিং-এ GKNHRIB প্রকল্পের চারজন স্টাফ যথাক্রমে সহ-সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ, অফিস সহকারী কাম হিসাবরক্ষক সাইফুদ্দীন আহমেদ, সালিশকর্মী মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন, এ্যাওয়ারনেস ওয়ার্কার বুসরা তাবাস্সুম রাতুল, এছাড়া সংস্থার মনিটরিং, রিপোর্টিং ও পাবলিকেশন অফিসার-মোহাম্মদ আলমগীর, প্রজনন স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিভাগের ম্যানেজার-আনজুমান বানু লিমা, লাইভলীহুড বিভাগের কো-অর্ডিনেটর সাখাওয়াত হোসেন মজুমদার, অর্থ ও প্রশাসন বিভাগ প্রধান-মফিজুর রহমান এবং নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষনে অংশগ্রহণ করেন। এতে ফ্যাসিলেটরের দায়িত্ব পালন করেন GKNHRIB প্রকল্পের মনিটরিং অফিসার ইমতিয়াজ হোসেন নাফিজ এবং সহ-সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ। অন দ্যা জব প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও সুবিধা সমুহ, প্রকল্পের নতুন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়। অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ ট্রেনিংটি পরিচালনা এবং বাস্তবমুখী বিভিন্ন উদাহরণ ব্যবহার করা হয় যাতে সকল স্টাফ প্রোগ্রামের বিষয়বস্তু গুলি ভালভাবে অনুধাবন করতে পারেন। সকল প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতি সমান দৃষ্টি রেখে সেশনের বিষয় সমুহ উপস্থাপন করা হয় এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা গুলোর উপর অধিক গুরুত্ব সহকারে আলোচনা হয়। প্রকল্পের নতুন প্রোগ্রাম-বাড়ি বেইজ লিডার, এ্যাওয়ারনেস ওয়ার্কারের গাইড লাইন, সোশ্যাল মোটিভেশন প্রোগ্রাম,সিটি বেইজ ওয়ার্কশপ, মানবাধিকার মেলা নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা হয়। সকাল ১০টা থেকে শুরু হওয়া এই অন দ্যা জব ট্রেনিং বিকাল ৫টায় শেষ হয়। এখানে উল্লেখ্য যে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সহায়তা করছে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এবং USAID এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান Academy For Educational Develpment (AED).

পরিবেশ দিবস ৮ম পৃষ্ঠার পর

তিনি রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান এবং আশা প্রকাশ করেন ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রতিভাকে আরো বিকশিত করতে পারবে। তিনি চারা গাছ প্রদানে সহায়তা করার জন্য পটিয়া উপজেলা প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানান। আলোচনা সভা শেষে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে চারা গাছ, সনদপত্র ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীরা হলো -রাব্বি চৌধুরী- সবুজবাগ শিক্ষা কমপ্লেক্স, শর্বরী দে- লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয়, বিমা আক্তার- কোলাগাঁও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং চিত্রাংকন প্রতিযোগীতায় বিজয়ীরা হলো- জয়রাজ শীল-সবুজবাগ শিক্ষা কমপ্লেক্স, জেনোয়ারা বেগম-দক্ষিণ লাখেরা ঘাসফুল উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাজীব বড়ুয়া-কোলাগাঁও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এছাড়া অনুষ্ঠানে সংস্থার পরিচালনাধীন ইএসপি স্কুলের ২০০ শিক্ষার্থীর মাঝে নারিকেল গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

শিশু অধিকার বিষয়ক ১ম পৃষ্ঠার পর

আয়োজনকারী সংস্থা ঘাসফুলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই প্রশিক্ষণটি পেয়ে আমরা শিশুর মনোবিকাশের ধাপ সমূহ সম্পর্কে জেনেছি। এ প্রশিক্ষণটি কার্যক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। মমতার ফিল্ড অফিসার সীমা দে বলেন, আমি ব্যক্তিগত জীবনে আমার শিশু সন্তানকে সামান্য কারণে মারধোর করতাম, কিরূপ আচরণ করতে হবে শিশুর সাথে তা জানতাম না। এই প্রশিক্ষণটি আমার ব্যক্তিগত এবং কার্যক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারবো বলে আশা রাখি। প্রশিক্ষক নীতা রক্ষিত বলেন, আমি যতটা সম্ভব চেষ্টা করেছি আমার ভেতর যা ছিল আপনাদের মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটাতে। আমার মনে হয়েছে আপনারা সবাই প্রশিক্ষণটি নিজের মধ্যে ধারণ করতে পেরেছেন। এরপর ঘাসফুল এর নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন।

সমাপনী বক্তব্যে নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী তিনদিনব্যাপী সিআরসি প্রশিক্ষণটি কার্যকর করার জন্য সকল অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষককে ধন্যবাদ জানান। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ), টিডিএইচ নেদারল্যান্ডস এর আর্থিক সহযোগিতায় "Promotion of UNCRC in Bangladesh" এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই কার্যক্রমের আওতায় এই প্রশিক্ষণটি ঘাসফুল আয়োজন করেছে। তিনি আরও বলেন অংশগ্রহণকারীদের উপস্থাপিত এ্যাকশন প্লানগুলো খুবই বাস্তবসম্মত। আমি আশা করছি প্রত্যেকেই যার যার সংস্থায় তা বাস্তবায়ন করবেন।

ত্রৈমাসিক ধাত্রী কর্মশালা

গত ২৩ সেপ্টেম্বর -০৬ তারিখে প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে ত্রৈমাসিক ধাত্রী কর্মশালা সংস্থার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত কর্মশালায় গত তিন মাসের (জুলাই-সেপ্টেম্বর) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম জোরদারকরন, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের যত্ন, প্রসব কালীন জটিলতা ও করণীয় সম্পর্কে ডাঃ শর্মিলা বড়ুয়া ও ডাঃ আবাফাত হোসেন আলোচনা করেন। কর্মশালায় প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের সকল কর্মকর্তা, মেডিকেল অফিসার ও ধাত্রীগণ অংশগ্রহণ করেন।

প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম

১. চিকিৎসা সেবা ঃ প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগ গত তিন মাসে (জুলাই – সেপ্টেম্বর), ২১টি স্থায়ী ক্লিনিক এবং ৪৪ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে মোট ২২৮৮ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেছে। তার মধ্যে ৪৪১ জন শিশু।

২. টিকা দান কর্মসূচী (ইপিআই) ঃ গত তিন মাসে (জুলাই–সেপ্টেম্বর), মহিলা টি. টি টিকা গ্রহণ করেন ৪৩৭ জন এবং শিশু টিকা গ্রহীতার সংখ্যা ৬৩৭ জন।

৩. পরিবার পরিকল্পনা ঃ গত তিন মাসে (জুলাই–সেপ্টেম্বর), মোট পরিবার পরিকল্পনা গ্রহীতার সংখ্যা ২৫৮৩ জন। তার মধ্যে মহিলার সংখ্যা ২০৯৫ জন এবং পুরুষের সংখ্যা ৪৮৮ জন ও ক্লিনিক্যাল পদ্ধতি গ্রহীতার সংখ্যা ৭ জন, ইনজেকশন ৪৯৫ জন।

৪. নিরাপদ প্রসব ঃ গত তিন মাসে (জুলাই – সেপ্টেম্বর), নিরাপদ প্রসবের সংখ্যা ২৬৬ জন। তার মধ্যে ছেলে ১৪০ জন এবং মেয়ে ১২৬ জন।

৫. গার্মেন্টস স্বাস্থ্য সেবা ঃ গত তিন মাসে (জুলাই – সেপ্টেম্বর), মোট ৩৩ টি গার্মেন্টস স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং মোট রোগীর সংখ্যা ৭৭৭৫ জন। তার মধ্যে পুরুষ রোগীর সংখ্যা ১৯৫২ জন এবং মহিলা ৫৮২৩ জন।

১৩তম বিশেষ জাতীয় টিকা দিবসের ৪র্থ রাউন্ড পালিত

শিশুকে টিকা খাওয়াচ্ছে ঘাসফুলের মেডিকেল অফিসার ডাঃ সাদিয়া ইসলাম

প্রতিবারের ন্যায় এবারও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের উদ্যোগে ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফের সহায়তায় ১৩তম বিশেষ জাতীয় টিকা দিবসের ৪র্থ রাউন্ড গত ৬ আগষ্ট পালিত হয়। সংস্থার কর্মএলাকা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার পাঁচটি ওয়ার্ডের ৭টি কেন্দ্রে মোট ৩,৪৯৭ জন শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানো হয়। উক্ত কার্যক্রমে সংস্থার প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের সকল কমকর্তা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রী এবং ঘাসফুল পরিচালিত বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাগণ সহায়তা করেন।

ঘাসফুল GKNHRIB প্রকল্পের সাফল্য

জেন্ডার, নলেজ, নেটওয়ার্কিং এন্ড হিউম্যান রাইটস ইন্টারভ্যানশন ইন বাংলাদেশ প্রকল্প ৪নং কোলাগাঁও ইউনিয়নের ৭টি গ্রাম -চাপড়া, লাখেরা, কোলাগাঁও, নলন্তা, বানীগ্রাম, সাত-তে-তৈয়া ও চাপড়ী এবং ১নং (খ) চরপাথরঘাটা ইউনিয়নের ৩টি গ্রাম চরপাথরঘাটা, ইছানগর, খোয়াজনগর মোট ১০ টি গ্রামে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রকল্পের আওতায় জেন্ডার বান্ধব সালিশ কার্যক্রম চলছে

মানবাধিকার সুরক্ষা ও আইন সহায়তার জন্য নারী সহায়তা গ্রুপ ও নাগরিক অধিকার কমিটি নামে দুইটি সেচ্ছাসেবী হিউম্যান রাইটস ওয়াচ গ্রুপ কাজ করে। এই প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে তা হল-

*** মানবাধিকার পর্যবেক্ষনকারী দল-** গ্রামভিত্তিক গঠিত মানবাধিকার (নারী সহায়তা গ্রুপ ও নাগরিক অধিকার কমিটি) কমিটির সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা তৈরী।

*** নারী সালিশকারী-** প্রত্যেক গ্রামে নারী সালিশকার তৈরী এবং সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া।

*** কমিউনিটি অফিস স্থাপন-** প্রত্যেকটি গ্রামে কমিউনিটি মানুষের দেয়া ১টি করে কমিউনিটি অফিস স্থাপন করা হয়েছে। যা কিনা ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের বসার জায়গা এবং একই সাথে কমিউনিটিতে তাদের অস্তিত্বের ব্যাপারটি নিশ্চিত করে লোকজনকে সালিশে আসার উৎসাহ যুগিয়েছে।

*** প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি-** GKNHRIB প্রকল্প দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। প্রকল্পের গৃহিত কার্যক্রম অত্যন্ত সফল ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, নেটওয়ার্ক তৈরী হয়েছে।

*** জেন্ডার বান্ধব সালিশ-** প্রকল্পের সালিশে নারীর অংশগ্রহণের উপর জোর দেয়া হয়। নারীরা সালিশে কথা বলার সুযোগ পায়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর মতামতকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা। সালিশকার হিসেবে নারীরা সালিশে অংশগ্রহণ করে। ফলে সালিশকে জেন্ডার বান্ধব অংশগ্রহণমূলক করা সম্ভব হয়। প্রকল্পের সালিশে নারীর কথা বলা, মতামত দেয়াকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। সালিশকে জেন্ডার বান্ধব করার জন্য নারী সালিশকার তৈরী করা হয়েছে। নারীর কোন সমস্যায় নারী সালিশকার তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে প্রয়াসী হয়।

ঘাসফুল সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সুবিধাবঞ্চিত নারীদের জন্য স্বকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি ঘাসফুল দীর্ঘদিন যাবৎ সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করে আসছে। নূন্যতম প্রশিক্ষণ ফি এর বিনিময়ে এখানে সেলাই, কাটিং ও বুটিকস এর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এছাড়া প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্য হতে প্রশিক্ষণ পরবর্তী কাজের ব্যবস্থাও করা হয়। বর্তমানে এই সেন্টারে ১৭ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এছাড়া বিগত তিন মাসে ঘাসফুল পরিচালিত এডোলেসেন্ট সেন্টারের সুবিধাবঞ্চিত ৩০ জন কিশোর-কিশোরীকে এই সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে কাটিং ও সেলাই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

বর্ষ ৫
সংখ্যা ৩
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৬

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

এডিএফ এর উদ্যোগে চট্টগ্রামে প্রথম

জাতীয় কিশোর – কিশোরী সম্মিলন

"নিরাপদ কৈশোর আলোকিত আগামী"- এই স্লোগানকে সামনে রেখে গত ১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বর দুই দিন ব্যাপী বাংলাদেশ মহিলা সমিতি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল জাতীয় কিশোর – কিশোরী সম্মিলন ২০০৬। সারা দেশ থেকে আগত কিশোর-কিশোরী, অভিভাবক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, উন্নয়ন কর্মী সহ সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে ১৫ সেপ্টেম্বর সকাল ১০.৩০ মিনিটে থিম সং পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। জাতীয় কিশোর-কিশোরী সম্মিলন পরিষদ আয়োজনে এবং একশন এইড বাংলাদেশ এর সহযোগীতায় সম্মিলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রী জনাব আব্দুল্লাহ আল নোমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন একশন এইড বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব শোয়েব সিদ্দিকী, ঘাসফুল এর নির্বাহী পরিচালক জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী, ইপসার প্রধান নির্বাহী জনাব আরিফুর রহমান, সম্মিলন পরিষদের আহ্বায়ক জনাব সৈয়দ আকবর রেজা, যুগ্ম আহ্বায়ক জনাব নুর ই আকবর চৌধুরী। ঘাসফুল এর শিক্ষার্থী আমি ও ওয়াচ এর রোজীর উপস্থাপনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ধারণা পত্র পাঠ করেন জনাব নুর ই আকবর চৌধুরী, অতঃপর বক্তব্য রাখেন একশন এইড বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব শোয়েব সিদ্দিকী, তিনি কিশোর-কিশোরীদের মানসিক ও স্বাস্থ্য বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে ভবিষ্যতে উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য বেসরকারী সংস্থার পাশাপাশি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী তাঁর বক্তব্যে বলেন সময়ের দাবী নিয়ে আজকের এই সম্মিলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, যে ধারনা পত্রকে সামনে রেখে

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রধান অতিথি জনাব আব্দুল্লাহ আল-নোমান, মাননীয় মন্ত্রী ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

ঘাসফুল শিক্ষার্থীর NCTF এর সদস্য নির্বাচিত

শিশুদের জন্য বাংলাদেশ সরকার যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরী করেছে তা বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর জন্য বড়দের পাশাপাশি শিশুরাও স্বেচ্ছাসেবামূলক দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে। এ উদ্দেশ্যে শিশুরা ন্যাশনাল চিলড্রেন টাস্কফোর্স (NCTF) গঠন করেছে। NCTF দেশের ৬৪টি জেলায় কমিটি গঠন করে সারাদেশে শিশু অধিকার পরিস্থিতি মনিটরিং করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সেভ দ্যা চিলড্রেন এর সহযোগীতায় চট্টগ্রাম জেলায় উন্নয়ন সংস্থা মমতা NCTF এর সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর ন্যাশনাল চিলড্রেন টাস্কফোর্স এর জেলা কমিটি গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী চট্টগ্রাম এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে শিশুরাই শিশুদের নির্বাচিত করে। এই নির্বাচনে ঘাসফুল সংস্থা হতে আমির হোসেন NCTF এর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়। আমির হোসেন ঘাসফুল পথকলি স্কুলের গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থী এবং বর্তমানে সে ঘাসফুল কদমতলী এডোলোসেন্ট সেন্টারের সদস্য।

বিএসএএফ এর নির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল এর নির্বাহী পরিচালক জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ) এর নির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। উল্লেখ্য যে, শিশুদের মনোসামাজিক সুরক্ষা ও শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নকারী সংগঠনের নেটওয়ার্কিং প্রতিষ্ঠান বিএসএএফ এর নির্বাহী বোর্ড দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন (২০০৬-২০০৮) গত ১৯ আগষ্ট ২০০৬ ইং তারিখ অনুষ্ঠিত হয়।

উপদেষ্টামন্ডলী
ডেইজি মউদুদ
হাফিজুল ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আফতাবুর রহমান জাফরী

সম্পাদক
শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ আরিফ

সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
সাখাওয়াত হোসেন মজুমদার
আনজুমান বানু লিমা

বিশ্ব পরিবেশ দিবস'০৬ উপলক্ষে চারা গাছ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল এর উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস'০৬ উপলক্ষে গত ৩ আগস্ট ২০০৬ তারিখ এক আলোচনা সভা চারা গাছ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান পটিয়া উপজেলার কোলাগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোলাগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব নুর আলী চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহিলা মেম্বার রওশন আকতার, জাহানারা বেগম, খায়েরুন্নেছা, মেম্বার সিরাজুল ইসলাম, মোহাম্মদ সোলায়মান, আশুতোষ চৌধুরী নুনা ও হাফেজ দিদারুল আলম। এ ছাড়া শিক্ষক ও অভিভাবক প্রতিনিধি এবং শিক্ষার্থী বন্ধুরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন ঘাসফুল কর্মকর্তা মোহাম্মদ আরিফ। আলোচনা সভায় জনাব হাফেজ দিদারুল আলম বলেন, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পরিবেশ সর্ম্পকে সচেতন করলে তারা ভবিষ্যতে একজন স্বাস্থ্যবান ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলবে। অভিভাবক কর্ণা সেন বলেন, গাছের চারা বড় হওয়ার সাথে সাথে শিক্ষার্থীরাও বড় হবে এবং প্রত্যাশা করছি তোমরা দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করবে। শিক্ষক জনাব প্রেমাংক বড়ুয়া, প্রতিবছর বনজ ও ফলজ চারা গাছ বিতরণের মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষায় এগিয়ে আসায় ঘাসফুলকে ধন্যবাদ জানান। ঘাসফুল এর অর্থ ও প্রশাসন বিভাগ প্রধান জনাব মফিজুর রহমান বলেন, অসহায় ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে ১৯৯৮ সাল থেকে ঘাসফুল অত্র এলাকায় সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তিনি এক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন। প্রধান অতিথি জনাব নুর আলী চৌধুরী বলেন, গাছ পরিবেশ বিনির্মাণে সহায়ক, ভবিষ্যতের জন্য এক বিরাট বিনিয়োগও বটে। তাই যত বেশি সম্ভব গাছ লাগাতে হবে এবং পাশাপাশি যত্নও নিতে হবে। তিনি বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপনের জন্য আয়োজক সংস্থাকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানের সভাপতি আফতাবুর রহমান জাফরী বলেন, পরিবেশ সুন্দর রাখা সকলের একান্ত দায়িত্ব পরিবেশ ভাল থাকলে মানুষের মনও ভাল থাকে। এছাড়া গাছ এলাকার সৌন্দর্য্য বর্ধনের পাশাপাশি মানুষের উপকারও করে। (৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

চারাগাছ ও পুরস্কার বিতরণ করছেন ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক

নিউ ভিশন, আলমবাগ, কাজীর দেউড়ী, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত এবং শামসুন্নাহার রহমান পরাণ কর্তৃক ঘাসফুল, ১৩৬১ ডি টি রোড, পশ্চিম মাদারবাড়ী, জিপিও বক্স : ১০৫২, চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ৭১৪৫১৯, ২৫১০৩২৯, ওয়েবসাইট : www.ghashful.org, ই-মেইল : ghashful@spnetctg.com, ghashful@bdonline-ctg.comতে প্রকাশিত।